

“সাদি কইয়াছ তুমি গেছে ছরমাস ।
নজর মরেচা^১ রইছে তোমার অপরকাশ^২ ॥
আজি হইতে হুণ্ডা মধ্যে আমার বিচারে ।
নজর মরেচা তুমি দিবা দেওয়ানেরে ॥
নজর মরেচা যদি নাহি দেও তুমি ।
বাজেপু হইব তোমার যত বাড়ী জমী ॥”

পরণা হইল আরি বিনোদের উপরে ।
ভাব্যা নাহি পায় বিনোদ কোন কাম করে ॥
পঞ্চশত রূপ্যা^৩ সে যে কমবেশী নয় ।
কোথায় পাইব বিনোদ ভাবয়ে চিন্তায় ॥
ফানা^৪ বেকরার^৫ হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
এই মতে হুণ্ডা কাল গেল যে চলিয়া ॥
আর বার পরণা কাজী জাহীর করিয়া ।
বাজেপু করিল জমী ঝাণ্ডা গারি^৬ দিয়া ॥

সুখেতে আছিল বিনোদ কপালের ফেরে ।
আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার উপরে ॥
ঘরের ধান ফুরাইয়া দুঃখেতে পড়িল ।
হালের বলদ বেচ্যা কিন্যা বিনোদ খাইল ॥
দুধের গাই বেচ্যা খাইল ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
বিনোদের মাও কালে মাথা থাপাইয়া^৭ ॥
রজিনা^৮ আটচালা ঘর তাও বেচ্যা খাইল ।
একখানি ঘর মাত্র বাড়ীতে রহিল ॥

^১ নজর মরেচা = বিবাহের সময় দেওয়ানকে নজর দিতে হইত, এই নজরের নাম “নজর মরেচা” ।

^২ অপরকাশ = অপ্রকাশ, তুমি দিয়েছ একপ প্রকাশ নাই—অর্থাৎ দেও নাই ।

^৩ রূপ্যা = (রূপার) রৌপ্যমুদ্রা ।

^৪ ফানা = উন্মাদবৎ ।

^৫ বেকরার = অস্থিরচিত্ত ; চক্রকূষারের মতে ‘বেহল’ ।

^৬ ঝাণ্ডা গারি = বংশলগ্ন পুঁতিয়া ।

^৭ থাপাইয়া = থাবাইয়া ।

^৮ রজিনা = কারুকার্যে সজ্জিত ।

সেও খানি বেচে কিনা ভাবে মনে মন ।
 “গাছের ডলাতে রইবাম করিয়া শয়ন ॥
 আমি রইলাম গাছের ডলায় তাতে ক্ষতি নাই ।
 প্রাণের দোসর মলুয়ারে রাখি কোন ঠাই ॥
 বুড়াকালে মাও মোর বড় পাইল দুঃখ ।
 উবাসে কাবাসে তার শুখাইল মুখ ॥”

এক দিন কম্ব বিনোদ মলুয়ারে চাইয়া^১ ।
 “বাপের বাড়ীত যাও তুমি মায়েরে লইয়া ॥
 পঞ্চ ভাইয়ের বইন তুমি দুঃখ নাহি জান ।
 কুলছিট্‌কি^২ নাহি সম তোমার পরাণ ॥
 ভাল কাপড় ভাল চোপের উবাস^৩ নাহি জান ।
 কেমন কইরা অত দুঃখ সহিবে পরাণ ॥
 মাও আছে বাপ আছে আছে সোদর ভাই ।
 ভালবাস্যা রইবে তুমি তাহাদের ঠাই ॥
 কড়ার ভিখারী আমি রইবাম গাছের তলে ।
 অত দুঃখ তোমার নাহি সহিবে শরীলে^৪ ॥”

শুনিয়া মলুয়া তবে কহিতে লাগিল ।
 “বাপের বাড়ীর যত সুখ বিয়া হইতেই গেল ॥
 বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায় ।
 তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায় ॥
 সাত দিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়া ।
 বড় সুখ পাইবাম তোমার চন্দ্রানিতি^৫ খাইয়া ॥
 রাজার হালে থাকে যদি আমার বাপের বাড়ী ।
 মলুয়া নহেত সেই সুখের আশারী^৬ ॥
 শাকভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি ।
 দিনের শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখি ॥

^১ চাইয়া = লক্ষ্য করিয়া ।

^৩ উবাস = উপবাস ।

^৫ চন্দ্রানিতি = চরণাবৃত্ত ।

^২ কুলছিট্‌কি = কুলের বা (ছিট্‌কি = চাবুক) ।

^৪ শরীলে = শরীরে ।

^৬ আশারী = আশান্বিত, ইচ্ছুক ।

পিরখিবির^১ সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা ।
বাপের বাড়ী না যাইবান আমি ত একেলা ।

বিদেশে যাইতে বিনোদ মনে কৈল স্থির ।
এই কথা শুন্যা মলুয়া উতকা^২ অস্থির ॥
“না দিব প্রাণের বন্ধু না দিব ছাড়িয়া ।
ছাড়িব আভাগ্য পরাণ উবাস করিয়া ॥
আকুল পাতিয়া থাকবাম গাঁছের তলায় ।
বনেতে ঘুরিবাম ঠিক কহিলাম তোমায় ॥”

(১৩)

নিদারণ অর্থকষ্ট

নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আঘাচমাস খাইল ।
গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল ॥
শায়নমাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু^৩ বেচে ।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে ॥
হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্রমাস যার ।
পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিনমাস খায় ॥
কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কান্তিক গোরাইল ।
অঙ্কের যত সোনাদানা সকল বান্ধা দিল ॥
শতালি^৪ অঙ্কের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী ।
আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউনের বাকী ॥
ছেড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে ।
একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে ॥
ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুইঠ খুদ ।
দিনরাত্তি বাড়তে আছে মহাজনের সুদ ॥

^১ পিরখিবির = পৃথিবীর ।

^২ উতকা = উতলা ।

^৩ খাড়ু = বল ।

^৪ শতালি = একশত তালি ।

শাক সাজনা খাইয়া তবে দুই দিন যায়।
 দেখিয়া সোয়ামীর মুখ বুক ফাট্যা যায় ॥
 আপনি উবাস থাক্যা পরে নাহি কয়।
 সোয়ামী-শান্তীর দুঃখ আর কত সয় ॥
 লাজত মানের ভয় আর নাই রক্ষা।^১
 অধন করিবে মাত্র বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ॥

এরে দেখ্যা চান্দ বিনোদ কোন কাম করিল।
 ঘরের জীর কাছে কিছু ফুইদ^২ না করিল ॥
 মাঝেরে না কইয়া বিনোদ রাত্র নিশাকালে।
 বৈদেশে করিল মেলা পোষমায়া দিনে ॥

(১৪)

অদৃষ্টের ফের

এমন দুঃখ কালে কাজী কোন কাম করে।
 ফিরিয়া পাঠাইল সেই নেতাই কুটুনিরে ॥
 কুটুনি আসিয়া কয় “বড় বাপের ঝি।
 পরের লাগ্যা দুঃখ কইরা তোমার হইব কি ॥
 কাজীর ঘরে গেলে দাতে কাট্যা^৩ খাইবা সোনা।
 উপাস করিয়া কেন হও ক্ষিধায় ফানা ॥
 এই মুইঠ চাউল নাই ঘরেতে তোমার।
 এমন শরীরে দুঃখ কত সহে আর ॥
 ফিরিয়া পাঠাইল কাজী তোমার দোয়ারে^৪।
 মরজি করিয়া তুমি সাদি কর তারে ॥
 ধান ভান সুতা কাট না সাজে তোমায়।
 এমন অঙ্গে ছিড়া কাপড় শোভা নাহি পায় ॥

^১ লাজত --- রক্ষা = লাজ এবং মানের ভয় আর রক্ষা করা যায় না।

^২ ফুইদ = (স্ফুট) প্রকাশ।

^৩ কাট্যা = কাটিয়া।

^৪ দোয়ারে = দুরারে।

মাকেতে বেসর নাই কানে নাই কুল।
সর্ব্বাক হইয়াছে তোমার ধুতুমার কুল ॥
সোনার জুড়িয়া দিব অঙ্ক বে তোমার।
কাজীয়ে করিয়া লাগি ধরে বাও তার ॥”

রক্তজবা আধি কন্যা কুটুনিরে কয়।
“কাটা যায়ে নুনের ছিটা আর কত সর ॥
বিদেশে গিয়াছে সোনারী বড় পাই তাপ।
তর মুখ দেখলে কুটুনি মোর বাড়ে পাপ ॥
আচ্ছাইরে কাটিব আমি দুঃখের দিবারাতি।
কাজীয়ে কহিও তার মুখে মারি লাথি ॥
পরের ধান বান্যা খাই এও বড় সুখ।^১
তর কথা শুন্যা আমি বড় পাই দুখ ॥
ভিক্ষা করি খাই যদি দুয়ারে দুয়ারে।
কড়ার আশা নাহি করি দুঃমন কাজীর ধারে ॥
পঞ্চ ভাই আছে মোর যমের সমান।
তর যে কাটিব নাক কাজীর কাটিব কাণ ॥
পরানে মারিব তরে মুখ খুবরিয়া।
বাপের বাড়ী দেই আগে পত্র পাঠাইয়া ॥”

বৈমুখ হইয়া বুড়ী বাড়িতে ফিরিল।
কত কষ্ট করে তবু স্বীকুরি^২ না গেল ॥
সোনারী বিদেশে গেছে বাড়ী হইল খালি।
পাড়াপড়শির যত লোক করে বলাবলি ॥

এই কথা শুনল যদি মলুয়ার মার।
পঞ্চ ভাইয়েরে দিয়া খবর পাঠায় ॥
সাজ্যা আইল পঞ্চ ভাই বাপের বাড়ী নিতে।
পঞ্চ ভাইয়ে দেখ্যা মলুয়া লাগিল কান্দিতে ॥

^১ পরের --- খাব = পরের ধান বানিয়া খাই, ইহাও আমার খুব সুখ।

^২ স্বীকুরি = স্বীকার।

ভাইয়ে বইনে মিন্যা কান্দে গলা ধরাধরি ।
 “এমন দুঃখের কথা কেমনে পাশরি ॥
 পঞ্চ ভাইয়ের বইন আছল্য^১ বড় আদরের ।
 ভাল দেখ্যা দিলাম বিয়া কপালের কেন্ন ॥
 পঞ্চ বউয়ের অঙ্গে নাহি ধরে সোনা ।
 তোমার অঙ্গ খালি দেখ্যা হইয়াছি ফানা ॥
 অঙ্গেতে বৈলান^২ বগন শত জোরা তালি ।
 ধুলামাটি লাগ্যা বইনের অঙ্গ হইছে কালি ॥
 খালি ভুমে পইরা^৩ বইন শুইয়া নিদ্রা যায় ।
 শীতল পাটি ধরে দেখ তুল্যা রাখছে যায় ॥
 ঘুমাইতে না পার বইন মশার কামরে ।
 আবেশ পাছা ঝালুয়াইর^৪ মশইর টাঙ্গাইল^৫ তোমার ধরে ॥
 ভাত ফালাইয়া ভাত খাও বাপের বাড়ী ।
 উবাস কইরাছ বইন শুন্যা দুঃখে মরি ॥
 অত খেজালত আর না টানায় প্রাণে ।
 সোয়ারী^৬ পাঠাইব বল কালুকা বিয়ানে ॥
 ধানে চাউলে গোলা ভরা কত লোকে খায় ।
 আমার বইনের উবাস প্রাণে বরদাস্ত না পায় ॥
 বার বছর পালছে যায় কোলেতে করিয়া ।
 কড়ার কাম না করছে বইন বাড়ীতে থাকিয়া ॥
 আলুফা^৭ জিনিষ যত কেউ না খাইয়া ।
 ছোট বইনের লাগ্যা রাখছে ছিকায় তুলিয়া ॥
 এও কথা শুন্যা মাও হইছে পাগলিনী ।
 তিন দিন ধর্যা যায় না খায় অনুপানি ॥
 বাপের বাড়ী না যাও যদি কাইল বিয়ানে তুমি ।
 উবাস থাকিয়া মারে ত্যজিব পরানি ॥

^১ আছল্য = ছিলে ।

^২ বৈলান = বসিল ।

^৩ পইরা = পড়িয়া ।

^৪ ঝালুয়াইর = ঝালবুড়, অথবা ‘ঝালুয়া’ নামক স্থানের ।

^৫ টাঙ্গাইল = টাঙ্গানো আছে ।

^৬ সোয়ারী = পাতি বা ডুলি ।

^৭ আলুফা = দুখানা ।

যরে নাহি জলে জাল^১ সন্ধ্যাকালে বাড়ি।
ভেরায়ে কান্নিরা মাও পোহাইরাছে বাড়ি ॥”

পঞ্চ ভাইয়ের গলা ধইরা কান্নারে তুল্লারী।
“কি কহিবাম দুঃখের কথা কইতে নাহি পারি ॥
ভালা যরে দিছলা বিয়া ভালা বরের কাছে।
কেমনে খণ্ডাইবা দুঃখ কপালে যা আছে ॥
শুশুরবাড়ীত থাকবাম আমি করিয়াছি মন।
সেইত আমার গয়া-কাশী সেইত বুলাবন ॥
মা-বাপের সেবা কর তোমরা পঞ্চ ভাই।
শাশুড়ীর সেবা কইরা ধর্ম আমি চাই ॥
যরেতে আছরে বুড়া ধইরা^২ কেমনে বাইবাম।
মায়েরে কহিও আমি সেইখান না থাকবাম ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে দেখ্যা তারার মুখ।
কিছু ত মায়ের তবু ঠাণ্ডা রইব বুক ॥
বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই যরে।
কি দেখ্যা মায়ের কও এই দুঃখ পাশরে ॥”
এই কথা শুনিয়া তবে তার পাঁচ ভাই।
জানাইল সকল কথা বাপ-মায়ের ঠাই ॥

সূতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লইয়া।
এই বতে দিন কাটে দুঃখ যে পাইয়া ॥
মাঘ-ফালগুন গেল মল্লিকার ভাবিয়া চিন্তিয়া।
চৈত্র-বৈশাখ গেল আশায় রহিয়া ॥
জ্যৈষ্ঠমাস আম পাকে কাউয়ার^৩ করে রাও।
কোন যা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও ॥
আইল আঘাটমাস মেঘের যর ধারা।
লোরারীর চাল মুখ না যার পাশরা ॥

^১ জাল = (জাল) উনুনের আঙন।

^২ ধইরা = ধুইয়া।

^৩ কাউয়া = কাক।

যেহ ভাকৈ গুরু গুরু দেওয়ার ভাকৈ রইয়া ।
 সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া ॥
 শায়ন মাগেতে লোকে পূজে মনসা ।
 এই মাগে আইব সোয়ামী মনে বড় আশা ॥
 শায়ন গেল ভাত্র গেল আশ্বিন বাস যায় ।
 দুর্গপূজা আইল^১ দেশে শব্দে শুনা যায় ॥
 মনের দুঃখ মনে রইল আশ্বিন বাস গেল ।
 পূজার কালেতে সোয়ামী ঘর না আগিল ॥
 যার ঘরে পুত্র নাই তার কত দুঃখ ।
 পূজার উচছেবে^২ তার পরাণে নাই সুখ ॥

কাঙ্ক্ষি মাগেতে বিনোদ বিদেশ কানাইয়া^৩ ।
 যক্রেতে আইল বিনোদ মাগেতে ডাকিয়া ॥
 দিন নাই রাত নাই মাগের আশি বুড়ে ।
 যা বলিয়া কে ডাকল আইজ দুঃখিনী মাগেতে ॥
 কানাইর টাকা দিয়া বিনোদ নজর আদি দিল ।
 বাজেপ্ত^৪ আছিল জমী খানাস হইল ॥
 আটচালা বাঞ্চিল বিনোদ যতন করিয়া ।
 হরষিতে শুইল বিনোদ মনুরারে লইয়া ॥
 বিরহ-বিচ্ছেদের কথা দুঃখের কাহিনী ।
 একে একে বিনোদেতে শুনায় কামিনী ॥
 যেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গজাজল ।
 তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥
 তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ ।
 তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ॥
 তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন ।
 সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন ॥

^১ আইল = আগিল ।

^২ উচছেবে = উৎসবে ।

^৩ কানাইয়া = অর্জম করিয়া ।

^৪ বাজেপ্ত = বাজেয়াপ্ত, যাহা অধিকারকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল ।

(১৫)

দুরন্ত সমস্তা

এই মতে সুখে দুঃখে দিন বইয়া যায়।
অপরেতে হইল কিবা গুন সমুদায় ॥
দুরন্ত দুঃখমন কাজী কোন কাম করে।
গমা করিয়া বিনোদে ফালাইল কেরে ॥
পরণা করিল জারি বিনোদের উপর।

“পরমা সুন্দর নারী আছে তোমার ঘর ॥
সিন্দুকি^১ জানাইল বার্তা দেওয়ান বাঘের কাছে।
পরীর মত নারী এক তোমার ঘরে আছে ॥
পরণা করলাম জারি তোমার উপর।
আজি হইতে হুগ্ধাকাল দিনের ভিতর ॥
তোমার ঘরের নারী দিবা দেওয়ানের কাছে।
এতেক করিলে তোমার গর্দান যদি বাচে ॥
হুগ্ধা হইলে পার হইবে মরণ।
পরণা করলাম জারী এই বিবরণ ॥”

হাটুতে পাতিয়া মাথা চিন্তে বিনোদ ঘরে।
হরিণা পড়িল যেমন বাঘের কামরে ॥
যমে মাইনুঘে^২ টানাটানি বিনোদে লইয়া।
দারুণ বিধাতা দিছে কপালে লিখিয়া ॥
হুগ্ধা হইলে পার পেয়াদা মির্দা আসি।
ধরিয়া বাধিয়া বিনোদের গলায় দিল কাঁসী ॥
বিনোদে ধৈর্য্য নেয় কাজীর বরাতে^৩।
ঝিঞ্জর করিয়া কাজী লাগিল কহিতে ॥
“হকুম তামিল নাই করহ আমার।
হাখিছ সুন্দর নারী ঘরে আপনার ॥”

হকুম করিল কাজী পেয়ালা পশ্চানে^১ ।
 “বিনোদে লইয়া যাও নিরলইকার ময়দানে ॥
 জেতার^২ রাখিয়া তারে কব্বরে মাটি দিও ।
 তার ঘরের নারীকে কাড়িয়া আনিও ॥
 আকিরপুরে বাস করে দেওয়ান আহাকির ।
 তাহার হাউলীতে^৩ নিয়া করিও হাজির ॥”

হকুম পাইয়া যত পেয়ালা বির্কীগণ ।
 বিনোদে ধরিয়া লয় নিরলইকার চর ॥
 বিনোদের মায় কান্দে মাটিতে পড়িয়া ।
 “হায় হায় আমার যাদু গেলরে ছাড়িয়া ॥
 যবে যদি নিত পুত্রে না থাকিত আড়ি ।
 মাইন্দের হাতে গেল প্রাণ কেমনে পাশরি^৪ ॥
 পিঞ্জরের পাখী মোর হৃদয়ের নলি ।
 একেবারে গেল মোর বুক কইয়া খালি ॥”

শিয়রে বইয়া মলুয়া মায়েরে বুঝায় ।
 মলুয়ার চক্ষের জলে জমিন ভাইয়া যায় ॥
 কানিয়া কাটিয়া মলুয়া কোন কাম করে ।
 পত্র ভাইয়ে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে^৫ ॥
 বিনোদে ধরিয়া নিল কাজীর পেয়দায় ।
 কাজীর হকুম কথা লিখে সমুদায় ॥
 পত্র লিখিয়া মলুয়া কোন কাম করে ।
 কোড়ার মুখে দিল পত্র অতি যতন করে ॥
 বহুকালের পালা কোড়া ইসারাতে জানে ।
 উইয়া গেল সোণার কোড়া ভাইয়ের বির্কমানে ॥

^১ পশ্চানে = পশ্চাতে ?

^২ জেতার = জীবিত অবস্থায় ।

^৩ হাউলী = হাবিলি, প্রাঙ্গণ, বাড়িরোক্তের বাড়ী ।

^৪ পাশরি = বিস্মৃত হই ।

^৫ আড়াই অক্ষরে = অল্প কথায় । মরনাভীর গান, বর্ষপুজার কথা পুতুতিতে আনরা “আড়াই অক্ষরের
 যত্ন”র কথা অনেকবার পাইয়াছি ।

পত্র পইড়্যা পক ভাই কোন কার করে ।
 লাঠি-ঝাটা নইয়া বার নিরলইকার চরে ॥
 হারানি কাজীর পেয়াসা কাটিছে কবর ।
 পক ভাই উপনীত হইল তদান্তর ॥
 লাঠি মাইর্যা বিনোদেরে আছান^১ করিল ।
 মল্লুরা বইনের কাছে পাছুরী^২ চলিল ॥

দেখে বিনোদের মাও মাটিতে পড়িয়া ।
 আছাড়ি পাছাড়ি কালে পুত্রেরে ডাকিয়া ॥
 শুন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুলসরী ।
 রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী ॥
 ঝালি পিঙ্গরা পইড়া রইছে উইরা গেছে ভোতা ।
 নিব্যাছে নিঝার দীপ কইরা আছাইরতা^৩ ॥
 পক ভাইয়ে গড়াগড়ি মাটিতে পড়িয়া ।
 চাল বিনোদে কালে মল্লুরারে ডাকিয়া ॥
 বুকের পাঞ্জর ভাঙ্গে বিনোদের কালনে ।
 বার অন্তরায় দুঃখ সেই ভাল জানে ॥

“পইরা রইছে জলের কলসী আছে সব ভাই^৪ ।
 ঘরের শোভা মল্লু আমার কেবল ঘরে নাই ॥
 পইরা রইছে ঘর-দরজা পাটির বিছানা ।
 কোন জনে হরিয়া নিছে আমার কাঞ্চা সোমা ॥
 পইরা রইছে বাগ-বাগিচা সকলি আছাই ।
 কোন বা পথে গেল মল্লুরা উদ্ভিশ না পাই ॥”

কাপিয়া কাটিয়া বিনোদ কোন কার করে ।
 হাইরা^৫ পিঙ্গরার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসে কোড়ারে ॥

^১ আছান = মৃত ।

^২ পাছুরী = পশ্চাৎ ।

^৩ আছাইরতা = অধার ।

^৪ সব ভাই = সকল ভিনিবই ।

^৫ হাইরা = হাড়িয়া, হাড়িদের পুত্রত ? অথবা হাড়ীর (হাড়ির) মত বৃহদাকৃতি ।

“বনের কোড়া বনের কোড়া অনুকাশের ডাই ।
তোমার জন্য যদি আমি মদুর উদ্দেশ পাই ॥”
মারেরে মইরা বিনোদ কোড়া সঙ্গে লইল ।
বাড়ীঘর ছাইড়া বিনোদ দেশান্তর হইল ॥

(১৬)

দেওয়ান সাহেবের হাউলীতে মলুয়া

হাউলীতে বসিয়া কালে মলুয়া স্পন্দী ।
পালঙ্ক ছাড়িয়া বসে জমীন উপরী ॥
আরাম খান। আরাম পিনা আইন্যাছে বাপিরা ।
সাহসে খাড়া দেওয়ান সাব মাথার দিছে কিরা ^১ ॥

“আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও ।
দুয়নি করিয়া আর মোরে না ভারাও ॥
আরাম খান। খাইয়া বস পালঙ্ক উপরে ।
নিখিবীর সুখ আইন্যা দিবাম তোমারে ॥
দিল্লি হইতে আইন্যা দিবাম অগ্নি-পাটের সাড়ি ।
মাকের বেসর দিবাম তোমার কাঞ্চা সোণার পড়ি ॥
বালী দাসী আছে যত লেখাযুখা নাই ।
অনুগত হইরা তার। মানিবে করমাই (স) ॥
পালঙ্কে বসিয়া তুমি করিবে আরাম ।
জনাবে থাকিবে বাল। হইরা গোলাম ॥”

হরিণা পড়িয়া যেমন বাঘের কামড়ে ।
কাইল। কাইল। কয় মলুকা দেওয়ানের গোচরে ॥
“বার মাসের বর্ড ^২ মোর নয় মাস গেছে ।
পরতিষ্টা ^৩ করিতে আর তিন মাস আছে ॥
স্তম স্তম দেওয়ান সাব কহি যে তোমারে ।
পরতিষ্ঠা করহ তুমি আমার গোচরে ॥

না খাইব উচিছুই অনু না ছুইব পানি ।
 এক আলে খাইব অনু আলু ও আলুনি ॥
 পালকে শুইতে মোর দেবের আছে মানা ।
 জমিনে শুইব আমি আঁচল বিছানা ॥
 পরাচিত্ত^১ করি আমি ব্রত না ভাঙিব ।
 পরপুরুষের মুখ কভু না দেখিব ॥
 এই তিন মাস মোর না আইস অন্দরে ।
 সময় হইলে গত বলিবাম তোমারে ॥
 এহার অন্যথা হইলে হইবা দুয়ন ।
 বিষ-পানী খাইয়া আমি ত্যজিবাম জীবন ॥”

এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল ।
 তিন মাস পরে দেওয়ান কোন কাম করিল ॥
 মুখেতে স্নগন্ধি পান অতি ধীরে ধীরে ।
 সুনালী^২ কুমাল হাতে দেওয়ান পশিল অন্দরে ॥
 দেওয়ানে দেখিয়া মলুয়া বড় ভয় পাইল ।
 বাষের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল ॥

“তিন মাস গেছে কন্যা ভাড়াইয়া আমায় ।
 সত্য করিয়াছ কন্যা ভাবিতে যোয়ায়^৩ ॥
 জমিন ছাড়িয়া আস পালক উপরে ।
 অন্তরে হইয়া খুসী ভজ্জহ আমারে ॥
 দিলারাম কন্যা তুমি কর দেল খোস ।
 তোমার স্বামীর মুক্ত করব না রইব আপ্শোষ ॥”

কন্যা বলে “কাজী মোরে বড় দুঃখ দিল ।
 অবিচার করি মোর সোয়ামীরে মারিল ॥
 কিবা মুক্তি দিবা স্বামীর কি কহিবাম তোমারে ।
 জেতায় রাখ্যা কব্বর দিছে নিরলইন্কার চরে ॥

^১ পরাচিত্ত = প্রাশ্চিত্ত ।

^২ সুনালী = সোনালী ।

^৩ যোয়ার = যোগ্য হয় ।

হেন কাজী থাকতে নহে মনের মিলন ।
যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাশরণ ॥”

ছকুম করিয়া দেওয়ান কোটালেরে বলে ।
“কাজীরে ধরিয়া শীঘ্র দেও নিয়া শূলে ॥”
পরণা ছকুম লইয়া পেয়াদা মির্দা যায় ।
ঐদিনে মনের দুঃখ মলুয়া মিটায় ॥
খুসী হইয়া মলুয়া তবে দেওয়ানে কহিল ।
“বার মাসের বার দিন বাকী মাত্র রইল ॥
এই বার দিন তুমি বারদস্তি করিয়া ।
কোড়া শিকারে যাইতে সাজাও তাওয়ালিয়া^১ ॥
জানহ সোয়ামী মোর ভালত শিকারী ।
সদাকাল ধরে থাকি আমি তার নারী ॥
বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি ।
একেবারে শতেক কোড়া করি আমি বন্দি ॥”

দিন ক্ষেণ স্থির হইল যাইতে শিকারে ।
হেথায় সুলারী কন্যা কোন কাম করে ॥
ভাইয়ের কাছে পত্র লেখে সন্ধান করিয়া ।
যত্ন করি পালা কোড়া দিল উড়াইয়া ॥
পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পান্‌সী নাও করে^২ ।
ছল করিয়া তারা কোড়া শিকার ধরে ॥
বিস্তার^৩ ধলাই বিল পদ্মফুলে ভরা ।
কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যায় দুপুর বেলা ॥
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরয়া সুলারী ।
পান্‌সী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরী ॥

^১ তাওয়ালিয়া = বড় নৌকাবিশেষ ।

^২ পান্‌সী --- করে = পানসি নৌকা তড়া করে ।

^৩ বিস্তার = প্রসৃত, বিস্তৃত ।

নাঠির বাড়ীতে ছিল যত দারী মাঝি ।
 উবুত^১ হইয়া জলে পড়ে করে কাজিমাঝি^২ ;
 পঞ্চ ভাইয়ের পান্‌সীখানা দেখিতে স্মর ।
 লক্ষ দিয়ে উঠে কন্যা তাহার উপর ॥
 আষ্ট দারে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধুজনে ।
 পঞ্চী উড়া করে পান্‌সী ভাইজা পদাধনে ॥
 সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী ।
 ছীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী ॥

(১৭)

আত্মীয়গণের নির্ভরতা

এ দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন ।
 দুখনি করিল যত জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥
 কেহ বলে মলুয়া যে হইল অসতী ।
 মুগলমানের অনু খাইয়া গেল তার জ্ঞাতি ॥
 তিন মাস ছিল মলুয়া দেওয়ান সাহেবের ঘরে ।
 কেমনে রাখিল প্রাণ না জানি কি মতে ॥
 বিনদের মামা সে যে জ্ঞাতিতে কুলীন ।
 হালুয়া দাসের গুপ্তির মধ্যে সেই ত প্রবীন ॥
 “ভাইগনা^৩ বউয়ের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি ।
 জ্ঞাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি করি ॥”
 সম্বন্ধে বিনোদের পিসা কুলের বড় জাঁক ।
 সে কয় “আমার কথা না শুনিলে পাপ ॥
 তিন মাস রইল কন্যা দেওয়ান সাহেব ঘরে ।
 কি দিয়া রাইখ্যাছে পরান কে কহিতে পারে ॥”
 ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কার করিল ।
 ব্রাহ্মণের পাতি^৪ দিয়ে পরাচিত্তি করিল ॥

^১ উবুত=উপুড় ।

^২ কাজিমাঝি=চৌচাষেচি ।

^৩ ভাইগনা=ভাগ্নে ।

^৪ পাতি=ব্যবহ ।

পরাচিন্তি করিয়া বিনোদ ভ্যজে ঘরের নারী ।
 আঙ্কারে লুকাইয়া কান্দে মলুয়া সুল্লরী ॥
 “কোথা যাই কারে কই মনের বেদন ।
 স্বামীতে^১ ছাড়িল যদি কি ছাড় জীবন ॥”

পঞ্চ ভাইয়ে বলে “বইন না কান্দিও তুমি ।
 শীঘ্র কইরা বাপের বাড়ী নইয়া যাইবাম আমি ॥
 ভাত-কাপড়ের অভাব নাই চিন্তা না করিও ।
 বাপের বাড়ী থাকবা তুমি পরম সুখী হইও ॥”

বাপে বুঝায় ভাইয়ে বুঝায় না বুঝে সুল্লরী ।
 “বাইর কামুলী^২ হইয়া আমি থাকবাম সোয়ামীর বাড়ী ॥
 গোবর ছিড়া^৩ দিয়াম আমি সকাল-সন্ধ্যাবেলা ।
 বাইরের যত কাম আমি করিবাম একালা ॥
 অনুজল না নিতে না পারিব আমি ।
 ভাল দেইখ্যা বিয়া কর সুল্লরী কামিনী ॥”
 পঞ্চ ভাইয়েরে মলুয়া কয় মাথার কিরা দিয়া ।
 “ভাল দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া ॥
 বুড়ি শাওড়ী মোর না দেখে না শুনে ।
 কেমন কইর্যা কাটবে দিন এমন গুজরাণে^৪ ॥”

জ্ঞাতি বন্ধু মিলি তবে বিবাহ করায় ।
 বাইর কামুলী মলুয়ার মনে দুঃখ নাহি পায় ॥
 বাইর কামুলীর কাম করে মনের সন্তোষে ।
 সতীনেরে রাখে কন্যা মনের হরষে ॥
 তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী ।
 যতন করিয়া সেবে সোয়ামী-শাওড়ী ॥

^১ স্বামীতে = স্বামী ।

^৩ ছিড়া = ছিটা, হড়া ।

^২ বাইর কামুলী = বাইরের দাসী ।

^৪ গুজরাণে = অবস্থান, হাঙ্গামে ।

(১৮)

মৃতের জীবনপ্রাপ্তি

সুইয়াছিল অভাগী মাও আপনার ঘরে ।
 স্বপন দেখিল সে রাত্র নিশাকালে ॥
 সুমতে উঠিয়া বিনোদ ভাতের দিন তাড়া ।
 অভাগী মায় উইঠ্যা বলে চাউল নাই কাড়া^১ ॥
 বিনোদ কহিছে মাও শুন মোর কথা ।
 “শীগুগীর কইরা রান্ন ভাত খাও মোর মাথা ॥
 কোড়া-শিকারে আমি যাইবাম দূর স্থানে ।
 বিদায় মাগিছি মাও তোমার চরণে ॥”

রাঁধিতে^২ বাড়িতে ভাত দেবী নাহি সয় ।
 ঘরে ছিল পানিভাত তাই খাইয়া লয় ॥
 পানিভাত খাইয়া বিনোদ পছে মেলা দিল ।
 কোড়া-শিকারেতে যাইতে মায়ে পন্থামিল^৩ ॥
 ডাইন হাতে হাইরা পিঙ্করা বাম হাতে কোড়া ।
 দুপইরা কালে বিনোদ পছে দিল মেলা ॥
 পছে আছিল বইনের বাড়ী উঠিয়া বসিল ।
 ভাইয়েরে দেখিয়া বইন কান্দিতে লাগিল ॥
 হেথা হইতে চলে বিনোদ^৪ বইনেরে কহিয়া ।
 গহিন^৫ কাননে গেল কোড়া হাতে লইয়া ॥
 দুর্বাক্ষেত্রের মধ্যে বিনোদ কোড়া হালা^৬ দিল ।
 হাইরা পিঙ্করা হাতে লইয়া কোড়ারে ছাড়িল ॥

কোড়া না ছাড়িয়া বিনোদ কোন কাম করিল ।
 বন ছোবার^৭ আড়ালে বিনোদ আসিয়া বসিল ॥

^১ কাড়া = কাঁড়া, হাঁটা, পরিভূত ।

^২ গহিন = গভীর ।

^৩ হালা = ছাড়িয়া ।

^৪ পন্থামিল = পুণ্য করিল ।

^৫ ছোবার = ঝোপের ।

ছোবায় ছিল কালসাপ কোন কাম করিল ।
কানি আঙ্গুলের মাঝে ছোব যে মারিল ॥
কালকূট বিষ হায়রে উজান ধাইল ।
মস্তকে উঠিল বিষ ঢলিয়া পড়িল ॥

“উইরা যাওরে পঙপাখী কইও মায়ের আগে ।
আমি বিনোদ মারা গেলাম এই জঙ্গলার মাঝে ॥
সাক্ষী হইও চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হইও তুমি ।
বিনা দোষে কালনাগে দংশিল মোর পরাণী ॥
কোন জনে জানাইব কথা অভাগিনী মায় ।
জন্মের মত না দেখিলাম সুল্লর মলুমায় ॥
বাড়ীঘর পইরা রইল বেবান^১ পাছরে^২ ।
বাড়ীঘর থইয়া বিনোদ এইখানে মরে ॥”
পছেরেতে পথিক যায় “কোন বা দেশে ঘর ।
মায়ের কাছে কইও আমার এইনা খবর ॥”
সন্ধ্যাবেলা খবর দিল পথের পথিকে ।
“তোমার বিনোদ মারা গেল পড়িয়া বিপাকে ॥”

আউলাইয়া মাথার কেশ পছেরে মেলা দিল ।
যেখানে বিনোদ মাও তথায় চলিল ॥
নাকেতে নিশ্বাস মাই মুখে মাই কথা ।
ভূমে আছাড় খইয়া পড়ে অভাগিনী মাতা ॥
ধরাধরি কইরা সবে বিনোদ আনে বাড়ী ।
ভূমেতে পড়িয়া কালে মলুয়া সুল্লরী ॥

“হায় প্রভু কোথা গেলা অঞ্চলের ধন ।
তোমারে ছাড়িয়া কেমনে রাখিবাম জীবন ॥
তোমারে থইয়া কেন মোরে না খাইল নাগে ।
বাইর কামুলীয়ে নাহি খায় জঙ্গলার বাঘে ॥
বাইরে থাকি বাইর কামুলী বাইরের কাম করি ।
সোয়ামীর মুখ চাইয়া আমি সকল ঝাশরি ॥

সেও সাথে বিধাতা মোর উড়াইল ছাই ।
জীবন রাখিতে মোর আর ইচ্ছা নাই ॥
আঙুনে পশিব আমি প্রভু কোলে লইয়া ।
জলেতে ডুবিব আমি সকল ছাড়িয়া ॥
হিজল গাছের ডালে টাঙ্গাইব ফাঁসী ।
হাম অভাগী নারী কোন বা দোষের দোষী ॥’

খবর পাইয়া পঞ্চ ভাই আসিলেক ধাইয়া ।
পঞ্চ ভাই কালে বসি মরা কোলে লইয়া ॥
মুখের লাল বাইয়া পরে চক্ষের মণি ধুয়া’ ।
“কেমন কইরা কাটাইলে আমাদের মায়া ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বইমে সইপ্যা দিলাম তোমার করে
রাড়ী হইয়া বইন আমার কেমনে থাকবে ঘরে ॥
তিন দোষে দোষী বইন সেও ছিল ভাল ।
রাড়ী হইয়া সইব কেমনে কালবিষের জ্বালা ॥
হাতেতে সোণার শঙ্ক কেমনে ভাঙ্গিব ।
দুঃখের বদন বইনের কেমনে দেখিব ॥”

“না কাইন্দ না কাইন্দ ভাই আমার কথা শুন ।
পরীখাইয়া’ দেখি একবার আছে কিনা প্রাণ ॥
ঘাটেতে আছে বাঁধা ঐ মন পবনের নাও ।
শীঘ্র লইয়া তারে ওঝার বাড়ী যাও ॥”

পাচ ভাইয়ে পাচ দাড় নায়েতে উঠিল ।
মরা স্বামী কোলে লইয়া মলুয়া বসিল ॥
গাড়রী* ওঝার বাড়ী সাত দিনের আড়ি* ।
এক দিনে গেল মলুয়া গাড়রীর বাড়ী ॥
নাকমুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় ধাপা* দিল ।
বুকেতে আনিয়া বিষ কোমরে নামাইল ॥

’ ধুয়া = ঘোলা ।

’ পরীখাইয়া = পরীক্ষা করিয়া ।

* গাড়রী = ‘গরুড়’ উপাধি লাপের ওঝার ব্যবহার করিতেম ।

* আড়ি = পথ ।

* ধাপা = ধাবা, ধাক্কা ।

কোমরে আনিয়া বিষ হাটুতে নামাইল ।
 হাটুতে আনিয়া বিষ পায়ে নামাইল ॥
 পাতালেতে কালনাগ চুমকে লইল ।
 যখনে নাগিনী বিষ চুমকে^১ লইল ॥
 বিষজালা গেল বিনোদ আশি মেইল্যা চাইল ।

পতি জিয়াইয়া সতী ফিইর্যা আইল ঘরে ।
 জয় জয় শ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে ॥
 কেউ বলে “বেহলা জিয়াইল লক্ষ্মীন্দরে ।”
 কেউ বলে “সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে ॥
 হানুয়া দাসের গোষ্ঠি করিতে উদ্ধার ।
 বংশাইয়া^২ সতী কন্যা হইল অবতার ॥
 পান ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে ।
 সতী কন্যা হইয়া কেন কামুলির কাম করে ॥
 মরা পতি জিয়াইয়া আনে যেই নারী ।
 তাহারে সমাজে লইতে কেন দৈমত^৩ করি ॥”

(১৯)

শেষ দৃশ্য

বিনোদের মায়া বলে হানুয়ার সরদার ।
 “যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার ॥”
 বিনোদের পিশা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
 “ঘরেতে না লইব কন্যা জাতিধর্ম ছাড়িয়া ॥”
 দুঃখিনী দুঃখের কন্যা দুঃখে দিন যায় ।
 এত দুঃখ ছিল তার কইতে না বোয়ান ॥

^১ চুমকে = চুমুক দিয়া ।

^২ বংশাইয়া = বংশে আইয়া ; এই বংশে আনিয়া ।

^৩ দৈমত = দুইমত, বিধা ।

শিশু কেলার বড় সুখ বাপে-ভাইয়ে মিল ।
 মায়ের কোলে খাইক্যা কন্যা বড় সুখ পাইল ॥
 মায়ের নয়নভারা নয়নের বশি ।
 ফুল ছিট্‌কীর পরি নাহি সহিছে পরানী ॥
 পাঁচ ভাইয়ের খাইক্যা^১ কন্যার ছিন্ন দর^২ ।
 এমন কন্যার দুঃখ না সহে অন্তর ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া বলুয়া না দেখে উপায় ।
 আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায় ॥
 বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়াসীর ।
 পরাণ ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল স্থির ॥

ঘাটেতে আছিল বান্ধা মন-পবনের নাও ।
 দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও ॥
 ঝলকে ঝলকে উঠে ভাঙ্গা নাও সে পানি ।
 কতদূরে পাতালপুরী আমি নাহি জানি ॥
 উঠুক উঠুক আরও জল নায়ের বাতা বাইয়া ।
 বিনোদের ভগ্নি আইল জলের ঘাটে ধাইয়া ॥

“শুন শুন বধু ওগো কইয়া বুঝাই তরে ।
 ভাঙ্গা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে ॥”
 “না বাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী ।
 তোমরা সবেক সুখ দেইখ্যা ফাটিছে পরানী ॥
 উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও ।
 জনোর মত বলুয়ারে একবার দেইখ্যা বাও ॥”

দোইড়া আইল শাঙড়ী আউলা মাথার কেশ ।
 বস্ত্র না গহ্বরে নাও পাগলিনীর বেশ ॥
 “শুন গো পরাণ বধু কইয়া বুঝাই তরে ।
 ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার কিইরা আইস ঘরে ॥

^১ খাইক্যা = খাণ্ডিকা ।

^২ দর = মূল্য, পাঁচ ভাই অপেক্ষা কন্যা গুরুত্বা ছিল ।

ভাঙ্গা ঘরের চালের আলো আছাইর ঘরের বাতি ।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবার এক দিবারাতি ॥”
“উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও ।
বিদায় দেও না জননী ধরি তোমার পাও ॥”

ভাঙ্গা নায়ে উঠল পানি করি কল কল ।
পাড়ে কালে হাউড়ী^১ নাও অর্ধেক হইল তল ॥
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ-সোদর ভাই ।
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখাযুখা নাই ॥
পঞ্চ ভাইয়ে ডাইক্যা কয় সোনা বইনের কাছে ।
“ভাঙ্গা নায়ে উঠ্যা বইন কোন বা কার্য আছে ॥
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ^২ কও সত্য করিয়া ।
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব সোনার পান্সী দিয়া ॥”

“না যাইবাম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী ।
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুল্লরী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙ্গা নাও ।
মলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাও ॥”

বাতা বাইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙ্গা নাও ।
“দৌইড়া আস চাল বিনোদ দেখ্তে যদি চাও ॥”
দৌইড়া আইয়া চাল বিনোদ নদীর পাড়ে ঝাড়া ।
“এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়নতারা ॥
চালসুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই ।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই ॥
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও ।
একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও ॥
ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমার সমাজে কাজ নাই ।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্মের দোহাই ॥”

“গত হইয়া গেছে দিন আরত নাই বাকী ।
 কিসের লাইগ্যা সংসারে কাজ আর বা কেন থাকি ॥
 আমি নারী থাক্তে তোমার কলঙ্ক না যাবে ।
 জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘাটিবে^১ ॥
 কলঙ্কজীবন মোর ভাসাইব সাগরে ।
 এখান হইতে সোয়ামী মোর চইল্যা যাও ঘরে ॥
 ঘরে আছে সুল্লর নারী তার মুখ চাইয়া ।
 স্নেহে কর গির-বাস^২ তাহারে লইয়া ॥
 উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও ।
 অভাগারে রাইখ্যা তুমি আপন ঘরে যাও ॥
 বাতা বাইয়া উঠুক পানি মাইজ-দরিয়ার কোলে ।”
 জ্ঞাতি বন্ধু জনে কন্যা ডাক দিয়া বলে ॥
 “বড় দোষের দোষী যেই সেও যায় চলি ।
 খোটা উঠা যত দোষ আমার সকলি ॥
 কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে ।
 কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী ॥”

“শুনগো শাশুড়ী মোর শত জনের মাও ।
 এইখানে থাকিয়া পন্থায় আমি জানাই তোমার পাও ॥”
 সুল্লরী মলুয়া কয় সতীনে ডাকিয়া ।
 “স্নেহে কর গির-বাস সোয়ামী লইয়া ॥
 আজি হইতে না দেখিবা মলুয়ার মুখ ।
 আমার দুঃখ পাশরিবা দেইখ্যা স্বামীর মুখ ॥”

পূবেতে উঠিল ঝড় গজিয়া উঠে দেওয়া ।
 এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া ॥

^১ ঘাটিবে = দোষ কীৰ্ত্তন করিবে ।

^২ গির-বাস = গৃহ-বাস ।

“ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর ॥”

পুৰেতে গজিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন-পবনের নাও ॥

সমাপ্ত